

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ঢাকা ওয়াসার ১০টি বিভাগের অনিষ্পন্ন ২০টি
নন এসএফআই ভুক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা

সভাপতিঃ জনাব মোঃ মিজানুল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(অর্থ), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) এর দপ্তর, ঢাকা ওয়াসা।

তারিখঃ ১১ জুন, ২০২৬ ইং

সময়ঃ সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থানঃ তুরাগ হল (৪র্থ তলা), ওয়াসা ভবন, ঢাকা ওয়াসা।

১১/০৬/২০২৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ

বিভাগের নাম	অর্থ বছর	অনুচ্ছেদ নং
১. এফ এম বিভাগ-২	২০১০-২০১২	২
২. সংগ্রহ বিভাগ-২	২০১৩-২০১৫	৫
৩. মডস জোন-৫	২০১০-২০১১	৫
	২০১৩-২০১৪	১ ও ৪
৪. রাজস্ব জোন-২	২০১০-২০১২	৩
	২০১৩-২০১৪	৩ ও ৫
৫. সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ	২০২২-২০২৩	৩২ ও ৩৯
৬. কমন সার্ভিস বিভাগ	২০১৩-২০১৪	৪
৭. ভান্ডার বিভাগ	২০১০-২০১১	৪
	২০১২-২০১৩	৩
৮. মডস জোন-৮	২০১০-২০১২	৫
	২০১৫-২০১৬	২
	২০২২-২০২৩	৪০
৯. এসওসি বিভাগ	২০১০-২০১২	৩ ও ৫
	২০১৩-২০১৪	৩
১০. পানি (পুঃ ও উঃ) বিভাগ-২ ও ১১. নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ	২০২২-২০২৩	৩৭ (যৌথ আপত্তি)
সর্বমোট =		২০ টি

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১০-১২ অনুচ্ছেদ নং- ০২	আপত্তির শিরোনামঃ বৎসরান্তে অব্যয়িত ৪৭,১২,০০০/- টাকা সম্পাদন না করায় আর্থিক শৃঙ্খলা লংঘিত। দায়-দায়িত্ব নির্ধারন আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা কার্যালয়ের ২০১০-১২ অর্থ সনের হিসাব ১১-০৯-১২ হইতে ১৬-০৯-১২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কার্যালয়ের বিল ভাউচার, বরাদ্দপত্র, নথি, বাৎসরিক ব্যয় বিবরনী ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষিত অফিসের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ ২০১০-১১ সনে ৮১০,০৩,০০০/- টাকা এবং ২০১১-১২ অর্থ সনে ৮৩৭,০৯,০০০/- টাকা বিভাগীয় হিসাবে সম্পন্ন করা হয়নি বা ওয়াসার কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগকে জানানোও হয়নি। ফলে সরকারী আর্থিক শৃঙ্খলা লংঘিত হয়েছে। বিস্তারিত পরিশিষ্ট “ ” তে বর্ণিত। সিপিডব্লিউ কোডের পরিশিষ্ট ৬ এর ৮নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বরাদ্দকৃত অর্থের অব্যয়িত টাকা বৎসরান্তে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।	পুনঃ জবাব আবশ্যিক।	পূর্ত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার আর্থিক প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রতি বছরের বাজেট প্রস্তুত করা হয় এবং সেই বাজেট ঢাকা ওয়াসার বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তার একটি কপি অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়। ঢাকা ওয়াসা নিজস্ব অর্থয়ানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এখানে সকল খরচ ও আয় বাজেট অনুযায়ী প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর ঢাকা ওয়াসা হতে পরিচালিত হয়। কোন বিভাগের অনুকূলে কোন অর্থ প্রদান করা হয় না। বছর শেষে কোন খরচ বা বাজেটের কোন খাতে ব্যয় অব্যয়িত থাকলে তা ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে থেকে যায় যেহেতু অব্যয়িত অর্থ ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত থাকে তাই বছর শেষে বাজেটের অব্যয়িত অর্থ ফেরত দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। এমতাবস্থায়, বর্তমানে অন লাইন পেপারলেস পেমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল কাজে বিল পরিশোধ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, অবশিষ্ট অর্থ এর সকল হিসাব সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সংরক্ষিত হয়, বিধায় বিষয়টি আলাদাভাবে হিসাব বিভাগকে জানানো হয় নাই। এতে কোন আর্থিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হয় নাই। এমতাবস্থায় উপরোক্ত বর্ননার আলোকে উত্থাপিত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হ’ল।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৩-২০১৫ অনুচ্ছেদ নং- ০৫	আপত্তির শিরোনামঃ দরপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সাব-মার্সিবল পাম্প সেট সরবরাহে ব্যর্থ সরবরাহকারীদের নিকট হতে বিলম্ব মাসুল বাবদ ৪,৫৬,৪৬০ টাকা আদায়যোগ্য। বিবরণঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ-২ ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৫ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ০২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৯/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন হয়। নিরীক্ষা কালে সংশ্লিষ্ট কাজের নথি এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-৬)। পরিশিষ্টে বর্ণিত সাব-মার্সিবল পাম্প সরবরাহের জন্য ৩টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করতঃ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। দরপত্রের শর্তানুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সাব-মার্সিবল পাম্প সরবরাহ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। দরপত্রের STANDARD TENDER DOCUMENT জিসিসি ও পিসিসি ৩১(১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে পরিশিষ্টে বর্ণিত (ক্রমিক-০১) এর ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহের বিলম্বের জন্য চুক্তিপত্র মূল্যের ০.৭০% হারে এবং (ক্রমিক-২ ও ৩) এর ক্ষেত্রে ০.৫০% হারে সর্বোচ্চ চুক্তিমূল্যের ১০% পর্যন্ত বিলম্ব মাসুল আদায়যোগ্য। বর্ণিত ক্ষেত্রে সরবরাহকারীগণ চুক্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহে ব্যর্থতা সত্ত্বেও দরপত্র/চুক্তির শর্ত লংঘন করে বিলম্ব মাসুল আদায় ব্যতীত বিল পরিশোধে ৪,৫৬,৪৬০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় বর্ধন করা হয়েছে। নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৩৯ এ উল্লেখিত সময় বর্ধনের স্বপক্ষে কোন গ্রহনযোগ্য কারণ ব্যতীত সময় বর্ধন অনুমোদন যোগ্য নয়। নিরীক্ষা সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করতঃ অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ জানানো হল।	সময় বর্ধনের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের আবেদনের কপিসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।	অডিট অধিদপ্তরের আপত্তির বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ঠিকাদার মেসার্স ইউনাইটেড ট্রেড সেন্টার এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় ২৩/০২/২০১৫ তারিখে। যার চুক্তিমূল্য ছিল ৯৮,৪০,০০০/- টাকা এবং কার্যাদেশে সময়সীমা ছিল ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিন (সংযুক্ত-১)। চুক্তি/কার্যাদেশে অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ ২২/০৭/১৫ ইং। তিতাস বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত সময়ের জন্য জরিমানা করা হয় (অনুমোদনের কপি সংযুক্ত)। অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য অনুযায়ী ঠিকাদার হোয়াইট প্রোডাক্ট এন্ড ইলেকট্রনিক্স লিঃ এর সময় বর্ধনের আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হলো। অতএব, বিস্তারিত বর্ণনা ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হল।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১০-২০১১ অনুচ্ছেদ নং- ০৫	আপত্তির শিরোনামঃ নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করার সুদসহ সরকারের টাঃ ৩৬,৬৮৬.৯৭/- (ছত্রিশ হাজার ছয়শত ছিয়াশি টাকা সাতানব্বই পয়সা) টাকা মাত্র ক্ষতি। বিবরণঃ- নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, গুলশান, ঢাকা ওয়াসা, কার্যালয়ের ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১১/০৯/২০১২ থেকে ১৬/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পানি ও পয়ঃ লাইন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বিল, ভাউচার, এমবি ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় বিভিন্ন ঠিকাদারী বিল থেকে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট আদায় করায় সুদসহ সরকার টাঃ ৩৬,৬৮৬/৯৭/-(ছত্রিশ হাজার ছয়শত ছিয়াশি টাকা সাতানব্বই পয়সা) টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।	বিবরণঃ- নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, গুলশান, ঢাকা ওয়াসা, কার্যালয়ের ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১১/০৯/২০১২ থেকে ১৬/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পানি ও পয়ঃ লাইন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বিল, ভাউচার, এমবি ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় বিভিন্ন ঠিকাদারী বিল থেকে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট আদায় করায় সুদসহ সরকার টাঃ ৩৭,৪২০/- (সাতত্রিশ হাজার চারশত বিশ) টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ও দ্রষ্টব্য)।	ঢাকা ওয়াসার সমস্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয় প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ হতে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন শেষে কাজের নথিসহ বিল পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগে প্রেরণ করেন। কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ সমস্ত কাজের কাগজপত্র যাচাই বাছাই শেষে নিয়ম মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন শেষে ঠিকাদারের অনুকূলে বিল পরিশোধ করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন করের প্রজ্ঞাপন ১০.০৬.১০ খ্রীঃ এ জারী হলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মুশক), ২য় বার তলা সরকারি অফিস ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর কমিশনারের স্বাক্ষরে তাহা ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর ২২.০৮.২০১০ইং তারিখে প্রেরণ করা হয় (প্রমাণক-০১ হতে দ্রঃ)। সেই মোতাবেক ৩০ জুন ২০১০ইং পর্যন্ত পূর্বের হারেই ঠিকাদারগণের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কম কর্তনকৃত ভ্যাট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়ের জন্য হিসাব বিভাগ কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। ভ্যাট আদায় হলে চালানের কপি সহ প্রদান করা হবে। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জবাব, প্রমাণক ও বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হল।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৩-২০১৪ অনুচ্ছেদ নং- ০১	আপত্তির শিরোনামঃ- দরপত্র কার্যকর ও প্রতিযোগীতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পিপিআর-২০০৮ এর বিধান লংঘন করে দরপত্র বাতিল না করে কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের ১৭,২১,৫৬৭/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়। বিবরণঃ-নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩/১৪ইং অর্থ বৎসরের হিসাব ১১/০২/২০১৫ইং হতে ১৭/০২/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষার পরিশিষ্টে “খ” বর্ণিত কাজসমূহের দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা করা। পর্যালোচনায় দেখা যায় বর্ণিত কাজসমূহের দরপত্রে ব্যাপক ও কার্যকর প্রতিযোগীতার অভাব অর্থাৎ নিরীক্ষাধীন বিভাগে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের সংখ্যা অনেক হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ কাজগুলোতে মাত্র ০৩জন ঠিকাদার অংশগ্রহণ করেছে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৩ (২) (খ) অনুযায়ী দরপত্র আহবানের ব্যাপক ও কার্যকর প্রতিযোগীতার অভাব পরিলক্ষিত হলে দরপত্র বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহবান করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান উপেক্ষা করে কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের ১৭,২১,৫৬৭/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।	দায়দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক পুনঃ জবাব আবশ্যক।	উল্লেখিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজগুলো জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে পিপিআর-২০০৮ এর ধারা মোতাবেক এলটিএম এ কাজগুলি প্রাক্কলন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (প্রমাণক-০১ দ্রঃ)। পরবর্তীতে কাজগুলো সম্পাদনের লক্ষ্যে ঠিকাদার নির্বাচনের জন্য ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক এবং হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সিডিউল বিক্রি করা হয় (প্রমাণক-০২ ও ০৩ দ্রঃ)। অতঃপর ঠিকাদারগণ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সিডিউল সংগ্রহ ও জমা দিয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে টেন্ডারের যাবতীয় প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা সত্ত্বেও আপত্তিতে উল্লেখিত কাজগুলোতে মাত্র ০৩ /০৪ জন ঠিকাদার অংশগ্রহণ করলেও উক্ত কাজসমূহের প্রাপ্ত টেন্ডারগুলির দাখিলকৃত দর প্রাক্কলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পিপিআর-২০০৮ এর ধারা মোতাবেক উহার মূল্য প্রতিযোগীতামূলক(প্রমাণক-০৪ দ্রঃ) বিবেচনায় যাচাই শেষে সর্বনিম্ন দরগুলি গ্রহণের নিমিত্তে টেক কর্তৃক সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় (প্রমাণক-০৫ দ্রঃ)। উল্লেখ্য যে, টেক কমিটিতে ঢাকা ওয়াসার বাহিরেরও সদস্য রয়েছে। পরবর্তীতে টেক অনুমোদনের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্য সম্পাদনের শেষে উক্ত কাজগুলির বিল পরিশোধ করা হয়েছে (প্রমাণক-০৬ ও ০৭ দ্রঃ)। এমতাবস্থায়, টেক কমিটির যাচাই বাছাই ও দাখিলকৃত দর প্রতিযোগীতামূলক বিবেচনায় টেক কমিটির সুপারিশ ও টেক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ঠিকাদার নির্বাচন করে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তির নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হল।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৩-২০১৪ অনুচ্ছেদ নং- ০৪	আপত্তির শিরোনামঃ- সম্পাদনযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ উপেক্ষা করে ঢালাওভাবে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (এলটিএম) দরপত্র আহবান করে ৬১,৮৪,০০৮/- টাকার কার্য সম্পাদন। বিবরণঃ-নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরের হিসাব ১১/০২/২০১৫ইং হতে ১৭/০২/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সম্পাদিত কাজের রেজিস্ট্রার, প্রাক্কলন, কার্যাদেশ সহ আনুসঙ্গিক রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় পরিশিষ্ট “ক, খ” এ বর্ণিত কাজগুলি বিশেষায়িত বা জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদনযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৩২(১) এবং ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৩(১) উপেক্ষা করে ঢালাওভাবে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (এল.টি.এম) দরপত্র আহবান করে ৬১,৮৪,০০৮/- টাকা মূল্যের ঠিকাদাতৃক্তির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৩২(১)(ক) মোতাবেক কেবল বিশেষায়িত পন্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা বা কেবল সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারী বা ঠিকাদারগণের নিকট হতে লভ্য হয় সেক্ষেত্রে এল.টি.এম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৩(১) অনুযায়ী বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পন্য, সেবা এবং কার্য বা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য পন্য, সেবা বা কার্যের ক্ষেত্রে এল.টি.এম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিধানসমূহ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে এল.টি.এম পদ্ধতিতে সবগুলো কাজ করা হয়েছে।	অনুমোদনের কপিসহ পুনঃ জবাব আবশ্যক।	ঢাকা ওয়াসা একটি জরুরী সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। ঢাকা ওয়াসার গ্রাহকের পানির চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে মডস জোনের আওতাধীন পয়ঃ লাইন নির্মান, মাস ক্লিনিং, ম্যানহোল কভার নির্মান, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান ও উঁচুকরণ, গাড়ী মেরামত, পানির পাম্প মেরামত/পুনঃ নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাজ সহ অন্যান্য মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করার জন্য কাজের গুরুত্ব অনুসারে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং যাহা HOPE (Head of Procurement Entity) অর্থাৎ ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তদুপ ঢাকা ওয়াসার অত্র মডস জোনের আওতায় ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরের কাজের গুরুত্ব অনুসারে এল.টি.এম/এল.টি.এম উয়িথ পেপার সার্কুলেশন, ওটিএম, ডিপিএম এবং আরএফকিউ পদ্ধতিতে কাজগুলো সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (প্রমাণক-১ দ্রঃ)। উল্লেখ্য ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পিপিআর-২০০৮এর ধারা মোতাবেক ৩টি কাজ জরুরী ভিত্তিতে শুধুমাত্র এল.টি.এম পদ্ধতিতে, ২২টি কাজ এল.টি.এম এ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে এবং ০৫টি কাজ ও.টি.এম পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হয়েছে (প্রমাণক-২ দ্রঃ)। এছাড়া কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০১৪ইং মোতাবেক টেন্ডার কাজগুলি সম্পাদন করার লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে টেন্ডার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় (প্রমাণক-০৩)। মডস জোনের কাজগুলি গ্রাহক সেবার সাথে সম্পর্কিত বিধায় কাজগুলো দ্রুততম সময়ে করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ওটিএম এ টেন্ডার প্রক্রিয়া একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। পক্ষান্তরে এল.টি.এম এ ঢাকা ওয়াসার তালিকাভুক্ত এবং এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞ ঠিকাদার নিয়োগ করে দ্রুততম সময়ে কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়। গ্রাহক/জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিশিষ্ট বর্ণিত কাজগুলি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা মোতাবেক সম্পাদন শেষে ঠিকাদারকে কার্যমূল্য পরিশোধ করা হয়েছে (প্রমাণক-০৪ দ্রঃ)। এখানে নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। তবে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে এবং ঢাকাবাসীর কাছে ঢাকা ওয়াসার সুনাম অক্ষুন্ন রয়েছে। এমতাবস্থায়, কাজগুলি যেহেতু ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে ও প্রত্রিকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে বিধায় বাস্তবতা বিবেচনাপূর্বক ও গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণে উপরোক্ত বর্ণনা ও প্রমাণকের আলোকে অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হল।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

রাজস্ব জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১০-২০১২ অনুচ্ছেদ নং- ০৩	আপত্তির শিরোনামঃ অবৈধ হস্তক্ষেপকৃত মিটারের বিপরীতে জরিমানা বাবদ ৬৬,০০০/- টাকা আদায় করা হয় নাই, ফলে আর্থিক ক্ষতি। বিবরণঃ রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-০২, চাঁদনীঘাট, ঢাকা অফিসের ২০১০-২০১২ আর্থিক সমদয়ের হিসাব ০৩/০৯/২০১২ ইং হতে ০৯/০৯/২০১২ ইং পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে অবৈধ হস্তক্ষেপ জনিত নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় অবৈধভাবে মিটার হস্তক্ষেপ,গ্রাহকগনের নিকট হতে জরিমানা আদায় করা আবশ্যিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে মিটারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করার জন্য ৬৬,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয় নাই (পরিশিষ্ট “গ”)। পরিশিষ্ট মোতাবেক জরিমানার অর্থ জরুরীভাবে আদায়পূর্বক প্রমানকসহ নিষ্পত্তি মূলক জবাব আবশ্যিক।	৩৩টি হোল্ডিং এর মিটারের বিপরীতে জরিমানা আদায় করতঃ পুনঃ জবাব আবশ্যিক।	অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিশিষ্ট মোতাবেক ৩৩ টি হোল্ডিং এর অনুকূলে অবৈধ হস্তক্ষেপকৃত মিটারের বিপরীতে জরিমানা বাবদ ৬৬,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে, জরিমানা বাবদ আদায়কৃত ৩৩ টি বিলের কপি ও গ্রাহক হিসাব বিবরনীর কপি সংযুক্ত করা হলো। অর্থাৎ আপত্তিতে উল্লেখিত ৩৩ জন গ্রাহকের মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বাবদ জরিমানার কোন টাকা বকেয়া নাই। সংযুক্ত প্রমানক ও জবাবের আলোকে অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

রাজস্ব জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৩-২০১৪ অনুচ্ছেদ নং- ০৩	আপত্তির শিরোনামঃ আবাসিক গ্রাহকগণের নিকট পানি ও পয়ঃ বিল বাবদ ২৭,৪৪,৯৬৪/- টাকা অনাদায়ী। বিবরণঃ রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-০২, চাঁদনীঘাট, ঢাকা অফিসের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১০/০২/২০১৫ ইং হতে ১৬/০২/২০১৫ ইং পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কম্পিউটার প্রিন্টে প্রাপ্ত আবাসিক গ্রাহকগণের তালিকা পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট “গ” এ বর্ণিত ১২ জন বাণিজ্যিক গ্রাহকগণের নিকট বকেয়া পানি ও পয়ঃবিল বাবদ ২৭,৪৪,৯৬৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।	বকেয়া টাকা আদায় করতঃ পুনঃ জবাব আবশ্যিক।	অডিটকালীন সময়ে ১২ (বারো) জন আবাসিক গ্রাহকের বিপরীতে পানি ও পয়ঃ বিল বাবদ বকেয়া ২৭,৪৪,৯৬৪ (সাতাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত চৌষট্টি) অনাদায়ী মর্মে আপত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আপত্তিতে উল্লেখিত পরিশিষ্ট “গ” এর ৬১ জন গ্রাহকের নিকট হতে আপত্তিকালীন সময়ের ২৭,৪৪,৯৬৪/- (সাতাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত চৌষট্টি) টাকা মাত্র ইতোমধ্যে আদায় করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপত্তিকালীন সময়ের আপত্তিকৃত ৬১ জন গ্রাহকের নিকট কোন টাকা বকেয়া নাই। বকেয়া টাকা আদায়ের স্বপক্ষে প্রমানক হিসেবে ৬১ জন গ্রাহকের অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্র ও গ্রাহক হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করা হলো। প্রমান ও জবাবের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

রাজস্ব জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৩-২০১৪ অনুচ্ছেদ নং- ০৫	আপত্তির শিরোনামঃ বাণিজ্যিক গ্রাহকগণের নিকট পানি ও পয়ঃ বিল বাবদ ৫,৯০,৬৩১/- টাকা অনাদায়ী। বিবরণঃ রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-০২, চাঁদনীঘাট, ঢাকা অফিসের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১০/০২/২০১৫ ইং হতে ১৬/০২/২০১৫ ইং পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কম্পিউটার প্রিন্টে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক গ্রাহকগণের তালিকা পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট “ঙ” এ বর্ণিত ১২ জন আবাসিক গ্রাহকগণের নিকট বকেয়া পানি ও পয়ঃবিল বাবদ ৫,৯০,৬৩১/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে।	বকেয়া টাকা আদায় করতঃ পুনঃ জবাব আবশ্যিক।	অডিটকালীন সময়ে ১২ (বারো) জন বাণিজ্যিক গ্রাহকের বিপরীতে পানি ও পয়ঃ বিল বাবদ বকেয়া ৫,৯০,৬৩১/- (পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা) মাত্র অনাদায়ী মর্মে আপত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আপত্তিতে উল্লেখিত পরিশিষ্ট “ঙ” এর ১২ জন গ্রাহকের নিকট হতে আপত্তিকালীন সময়ের ৫,৯০,৬৩১/- (পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা) মাত্র ইতোমধ্যে আদায় করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপত্তিকালীন সময়ের আপত্তিকৃত ১২ জন গ্রাহকের নিকট কোন টাকা বকেয়া নাই। বকেয়া টাকা আদায়ের স্বপক্ষে প্রমানক হিসেবে ১২ জন গ্রাহকের অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্র ও গ্রাহক হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করা হলো। প্রমান ও জবাবের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০২২-২০২৩ অনুচ্ছেদ নং- ৩২	আপত্তির শিরোনামঃ প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটিতে ক্রয়কারী বহির্ভূত বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত না করে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন করে বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় ১,০৩,২২,৬৬৮- (এক কোটি তিন লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত আটষট্টি) টাকা। বিবরণ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা ওয়াসার নিয়ন্ত্রণাধীন, সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কার্যালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটিতে ক্রয়কারী বহির্ভূত বহিঃ সদস্য অন্তর্ভুক্ত না করে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন করে বিধি বহির্ভূতভাবে ১,০৩,২২,৬৬৮- (এক কোটি তিন লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত আটষট্টি) টাকা করা হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের প্রাক্কলন বিল, ভাউচার, কার্যাদেশ, দরপত্র মূল্যায়ন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ঢাকা ওয়াসার দুয়ারীপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার কম্পাউন্ডে বি-১ (শাপলা ভবনের ৫টি ইউনিটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, দুয়ারীপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার কম্পাউন্ডে বি-৯ (করবি) ভবনের বাহিরের অংশের পেইন্টিং ও এসসিলারি মেরামত, দুয়ারীপাড়া অফিসার কোয়ার্টার কম্পাউন্ডে বি-৪ (কর্ণফুলি) ভবনের বাহিরের অংশের পেইন্টিং ও এনসিলারি মেরামত, ঢাকা ওয়াসা ভবন কোয়ার্টারের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল ক্রয়, দুয়ারীপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার কম্পাউন্ডে সি-৬ (হাসনাহেনা) ভবনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর প্রতিটি কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটিতে ০৩ জন করে অংশগ্রহণ করে যারা প্রত্যেকেই ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রতিনিধি। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬ (৫ক) উপবিধি ৫ অনুযায়ী যাহা কিছুই থাকুক না কেন ক্রয়কারী দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল চূড়ান্ত করণের পূর্বে বা দরপত্র বা প্রস্তাব আহবানের পূর্বে উন্নয়ন বা রাজস্ব বাজেট নির্বিশেষে ক্রয়কারী নিজ এবং অন্য ক্রয়কারীর প্রতিনিধিসহ মোট ০৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ক্রয়ের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (Official cost estimate) প্রস্তুত করিবে এবং প্রাক্কলন প্রতিবেদনের স্বাক্ষর আবশ্যিক হতে হবে। অোলাচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধি যথাযতভাবে অনুসরণ না করে প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটিতে ক্রয়কারী বহির্ভূত বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত না করে নিজ কার্যালয়ের প্রতিনিধি দিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও	বিধি বহির্ভূতভাবে আর্থিক ব্যয় সংগঠিত হওয়ার পরে বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন করা সমীচীন হয়নি। এমতাবস্থায়, নেরীক্ষার সুপারিশ মোতাবেক জড়িত ব্যক্ত/ব্যক্তিগের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুণরায় প্রমাণকসহ পুণঃ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	সর্বশেষ মন্তব্যের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অডিট চলাকালীন সময়ে জবাব প্রদানের সময় বহিঃ সদস্য রাখা হয় নাই বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভুল হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বহিঃ সদস্য ব্যতীত কমিটি গঠনের সুযোগ নাই। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বহিঃ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। (কপি সংযুক্ত) এমতাবস্থায়, বহিঃ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠনের কপি সংযুক্ত থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।	

অনুমোদন করে বিধি বহির্ভূতভাবে ১,০৩,২২,৬৬৮- (এক কোটি তিন লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত আটষট্টি) টাকা ব্যয় করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ)। অনিয়মের কারণ ঃ পিপিআর,২০০৮ এর বিধি ১৬(৫ক) উপবিধি ৫ লঙ্ঘন। অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে আলোচ্য কাজগুলোর ক্ষেত্রে প্রাক্কলন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সীমিত দরপত্র পদ্ধতি বিধায় প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো। নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব আপত্তির নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটিতে ক্রয়কারী বহির্ভূত বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সীমিত দরপত্রের দোহাই দিয়ে বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত না করে প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটি গঠন পূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত অনুমোদন করে ব্যয় করা সমীচীন হয়নি। নিরীক্ষার সুপারিশঃ প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত না করার সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।			
--	--	--	--

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০২২-২০২৩ অনুচ্ছেদ নং- ৩৯	আপত্তির শিরোনামঃ দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক নিম্ন দরে কার্যাদেশ প্রদান করে ক্রয় সম্পাদন করায় বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় ৮৬,৭৯,২৫৬/- (ছিয়াশি লক্ষ উনআশি হাজার দুইশত ছাপ্লন্ন) টাকা। বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন, ঢাকা ওয়াসার নিয়ন্ত্রণাধীন, সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সায়েদাবাদ ডব্লিউটিপি (অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ এবং মজস জোন-২ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক নিম্ন দরে কার্যাদেশ প্রদান করে কাজ সম্পাদন করায় ৮৬,৭৯,২৫৬/- (ছিয়াশি লক্ষ উনআশি হাজার দুইশত ছাপ্লন্ন) টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সায়েদাবাদ ডব্লিউটিপি (অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মজস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা কার্যালয়ের প্রাক্কলন বিল, ভাউচার, কার্যাদেশ, দরপত্র মূল্যায়ন, ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ঢাকা ওয়াসা ভবন কোয়ার্টারের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল ক্রয় কাজে প্রাক্কলনের চেয়ে ২৩.২৪% নিম্ন দরে ঠিকাদারের উর্ধ্ব দর গ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। আবার সায়েদাবাদ ডব্লিউটিপি (অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ) এর পানি শোধনাগার পাম্প হাউজের মোশন সেন্সর ডিভাইসের স্মার্ট এলইডি লাইট অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল মালামাল সরবরাহ ip camera pabx এর জন্য খুরচা যন্ত্রাংশ এবং সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহ এবং sips এর জন্য ইন্টারনেট সংযোগ, অপারেশন বিল্ডিং এর জন্য ১৭.২১% হতে ৩৪.৩০% পর্যন্ত নিম্ন দরে এবং মজস জোন-২ এর অধীনে বিভিন্ন ওয়াটার পাম্প স্টেশনে আইপি ক্যামেরা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইনস্টলেশন এবং চালু করণ, সেভিমেণ্টেশন বেসিন রিজাবতার এলাকার জন্য স্মার্ট এলইডি লাইট ইলেকট্রিক্যাল মালামাল মোশন সেন্সর ডিভাইস সরবরাহ কাজে ২৮.০৫% হতে ৩২.২৭% পর্যন্ত নিম্ন দরে কার্য সম্পাদন করা হয়। প্রাক্কলন তৈরির সময় ঠিকাদারের ১০% লাভ ধরেই প্রাক্কলন তৈরি করা হয় অথচ কাজগুলো দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা অনেক বেশি নিম্ন দর গ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবতার আলোকে সঠিক প্রাক্কলন তৈরী করলে অথবা যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন করলে কোন ক্রমেই অতিরিক্ত	পিপিআর, ২০০৮এর বিধি ৯৮(২৩) অনুসারে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দরপত্র হতে ঠিকাদারের উদ্ধৃত দর যথি বাজার দরের সাথে আসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেক্ষেত্রে দর বিশ্লেষণ পূর্বক দরপত্র বাতিলের নির্দেশ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করে ঠিকাদারের উদ্ধৃত দর গ্রহণ করে স্বাভাবিক নিম্ন দরে কার্যাদেশ প্রদান করে বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এমতাবস্থায় নিরীক্ষার সুপারিশ মোতাবেক জড়িত ব্যক্ত/ব্যাক্তবর্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।	আলোচ্য আপত্তির ক্ষেত্রে জানানো যাচ্ছে যে, ভুলবশতঃ উল্লেখিত কাজটি e-GP (OTM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উত্তর প্রদান করা হয়েছিল। বতমানে নথিটি ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় যে, Purchase of different fitting & fixing of electrical and sanitary item for WASA Bhaban, Quarters (Tender ID:735909) কাজটি e-GP (LTM) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে (সংযুক্ত-১)। আলোচ্য কাজটির প্রাক্কলন PWD-২০২২ রোট শিডিউল অনুযায়ী করা হয়েছে (সংযুক্ত-২)। আলোচ্য সরবরাহ কাজে e-GP (LTM) পদ্ধতিতে ১১ (এগারো) জন দরদাতা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন (সংযুক্ত-৩)। দরপত্রে উল্লিখিত শত মোতাবেক যাচাই-বাছাই পূর্বক সকল দরদাতাকে রেসপনসিভ বিবেচনা করে লটারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। লটারীতে উত্তীর্ণ রেসপনসিভ দরপত্র দাতাকে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন (সংযুক্ত-৪) ক্রমে NOA প্রদান করে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় (সংযুক্ত-৫) উল্লেখ্য যে, PPR-2008 এর বিধি-১৯ অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় আভ্যন্তরীন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে; কোন দরদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% অধিক কম বা অধিক বেশী দর উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে (সংযুক্ত-৬) কিছু সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আহবানকৃত দর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত দর কত পার্সেন্ট কম বা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়ে PPR-2008 এ সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা নাই। আলোচ্য কাজটি একটি সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়া যা e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটি একটি পণ্য সরবরাহকারী কাজ। পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত দর কত পার্সেন্ট কম বা বেশি হবে তা উল্লেখ না থাকায় অন লাইনে লটারির মাধ্যমে ২৩.২৪% নিম্নদরে রেসপনসিভ দরদাতা নির্ধারিত হয়।	

নিম্ন দরে কাজ করার সুযোগ নেই। এছাড়া অতিরিক্ত নিম্ন দরে কাজ করলে কাজের গুণাগতমান যথাযথ না থাকার আশংকা থাকে। তাই পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৯৮(২৩) অনুসারে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দর হতে ঠিকাদারের উদ্ধৃত দর যদি বাজার দরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেক্ষেত্রে দর বিশ্লেষণ পূর্বক দরপত্র বাতিলের নির্দেশ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করে ঠিকাদারের উদ্ধৃত দর গ্রহণ করে অস্বাভাবিক নিম্ন দরে কার্যাদেশ প্রদান করে বিধি বহির্ভূতভাবে ৬৮,৭৯,২৫৬/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ)। অনিয়মের কারণঃ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৯৮(২৩) এর লঙ্ঘন। অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগঃ উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে OTM পদ্ধতিতে দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে কত পারসেন্ট নিম্ন দরে দরপত্র গ্রহণ করা যাবে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পিপিআর ২০০৮ উল্লেখ নাই, বিধায় দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সবনিম্ন দরদাতাকে NOA প্রদান করে চুক্তি সম্পাদন করা হয় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো। সায়েদাবাদ ডব্লিউটিপি (অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ) ঃ অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে তাৎক্ষনিক জবাব জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য শিরোনামে ৪টি কাজ দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা নিম্ন দরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারটি ইউরোপিয়ান ঠিকাদার SUEZ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় এর সকল Electro-Mechanical Equipments ইউরোপিয়ান Standard ও Brand ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এর Equipments পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ড বিবেচনায় প্রাক্কলন করা হয়। কিন্তু বর্তমান বাজারে একই স্পেসিফিকেশন এর অন্যান্য Brand পাওয়া যায়। পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী Specific Brand উল্লেখ করে দরপত্র আহবান করা যায় না। ফলে Technical Specifcation ও Tender eligibility শর্ত পূরণ করায় Country of Origin/Band একই না হওয়া সত্ত্বেও নিম্ন দরে কার্যদেশ প্রদান করতে হয়। কার্যাদেশ প্রদানকৃত মালামাল সমূহ Technical Specifcation অনুযায়ী পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা করে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য কাজগুলো সম্পাদনের কোন রকম অনিয়ম করা হয়নি। বিধায় উত্থাপিত আপত্তিটি প্রত্যাহার করা যেতে পারে। মজ্স জোন-২ আপত্তিতে উল্লেখিত কাজগুলি পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী HOPE এর অনুমোদন সাপেক্ষে e-GP (OTM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে। বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার সুপারিশ করা হল। নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয় কারণ সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ এর জবাবে প্রেক্ষিতে পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাক্কলিত দরের ১০% উধবদর বা নিম্ন দরের দরপত্র দাখিল করলে তা পুনঃ দরপত্র আহবান করা সমীচীন ছিল। সায়েদাবাদ ডব্লিউ (অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ) এর Equipments এর ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারে একই স্পেসিফিকেশন এর অন্যান্য Brand পাওয়া গেলে সে মূল্য অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত আবশ্যিক ছিল। মজ্স জোন-২ এর জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ পিপিআর এর বিধি লংঘন করে HOPE		PPR-2008 অনুযায়ী সীমিত দরপত্রের ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের ৩% হতে ৫% নিরাপত্তা জামানত রাখার বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে অধিক নিম্ন দর হওয়ায় ১০% নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করা হয়েছে (সংযুক্ত-০৭)। আলোচ্য কাজে সরবরাহকৃত মালামালসমূহ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন সাপেক্ষে চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয় (সংযুক্ত-০৮)। পরবর্তীকালে সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ বিভিন্ন অফিস বা কোয়ার্টারে সরবরাহ করা হলে অদ্যাবধি কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আলোচ্য কাজের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি কোনভাবেই লঙ্ঘিত হয় নাই। এমতাবস্থায়, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুসরণ ও যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক কার্য-সম্পাদন করায় সকল প্রমানক সংযুক্ত থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির অনুরোধ করা হলো।	
--	--	---	--

	এর অনুমোদনে অস্বাভাবিক নিম্ন দরে কার্যাদেশ প্রদান করা যায় না। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৯৮(২৩) অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দর হতে ঠিকাদারের উদ্ধৃত দর যদি বাজার দরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেক্ষেত্রে দর বিশ্লেষণ পূর্বক দরপত্র বাতিলের নির্দেশ রয়েছে। যা পালন করা হয়নি। নিরীক্ষা সুপারিশঃ দরপত্র বাতিল না করে অত্যধিক নিম্নদরে নিম্ন মানের পণ্য ক্রয় করে বিল প্রদানের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব: মডস জোন-৫ ও ৬ SCADA System Installation কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষায়িত কাজ এই কাজে বিশেষভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার ছাড়া সম্পাদন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় বিধায় DPM পদ্ধতিতে পিপিআর মেনে সম্পাদন করা হয়েছে। মডস জোন-৮ SCADA System কাজটি অত্যন্ত Smart Technology এবং জটিল কারিগরী কাজ হওয়া কাজটি DPM পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার: SCADA স্থাপনকাজটি প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় দরদাতাকে Technically Eligible হওয়া জরুরী বিধায় প্রযুক্তি সম্পন্ন দরদাতা নির্ধারনের জন্য OTM এর পরিবর্তে OSTETM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। মডস জোন-২: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক অনুমোদন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করে কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে। মডস জোন-১০ SCADA স্থাপন কাজের বিল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন Research & Development খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে। নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তির জন্য সহায়ক নয় কারন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৮ (ক) অনুযায়ী টার্ন-কি চুক্তি বা বৃহদাকার প্ল্যান্ট স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে পূনঃ কারিগরী বিধিনির্দেশ, কাজের হিসাব সম্বলিত বিবরণ (Bill of Quantities) আবশ্যকীয় পন্যের সরবরাহ সম্বলিত বিবরণ (Schedule of Requirement Design) সহ পূর্ণাঙ্গ দরপত্র দলিল প্রনয়ন করতে সক্ষম হলে OSTETM পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। ০৪/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখের Exit Meeting এ ব্রডশীট জবাব প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিরীক্ষার সুপারিশ: টার্ন-কি চুক্তি বা বৃহদাকার প্ল্যান্ট স্থাপন সংক্রান্ত কাজ না হলেও অগ্রে বিবেচ্য ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে OTM পদ্ধতির পরিবর্তে DPM/ OSTETM পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় সে উদ্দেশ্য ব্যয় না এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়- দায়িত্ব নির্ধারন করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যিক।		
--	---	--	--

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

কমন সার্ভিস বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৩-২০১৪ অনুচ্ছেদ নং- ০৪	আপত্তির শিরোনামঃ আপ্যায়ন খাতে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে ৩,৭৭,৬২৫/-টাকা অতিরিক্ত ব্যয়। বিবরণঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১০/০২/২০১৫ হতে ১৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজের সরবরাহকৃত বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। ● পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, উক্ত কার্যালয়ের (কমন সার্ভিস বিভাগে) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আপ্যায়ন খাতে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে/অতিরিক্ত ৩,৭৭,৬২৫/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ● গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, উন্নয়ন বাজেট অনুবিভাগ এর ০৩/০২/২০০৫ তারিখের (সংশোধিত) স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃলিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১৩ এর মোতাবেক প্রতি অতিথির জন্য আপ্যায়ন বাবদ সর্বোচ্চ ২৫/-টাকা ব্যয় করা যায়। সে মোতাবেক ১৫৭৫ জন অতিথির জন্য সর্বোচ্চ ৩৯,৩৭৫/-টাকা ব্যয় করা যাবে। কিন্তু এখানে মোট ব্যয় করা হয়েছে ৪,১৭,০০০/-টাকা। ফলে এক্ষেত্রে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে (৪,১৭,০০০-৩৯,৩৭৫)=৩,৭৭,৬২৫/-টাকা। (পরিশিষ্ট-ঘ দৃষ্টব্য)। অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে। নিরীক্ষার মন্তব্যঃ- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রচলিত বিধি প্রতিপালন করা হয়নি। নিরীক্ষার সুপারিশঃ-এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারনপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যিক।	যথাযথ অনুমোদনসহ পুনঃ জবাব আবশ্যিক।	অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিশিষ্ট-ঘ তে বর্ণিত পানি উৎপাদন প্ল্যান্টের কার্যক্রম পরিদর্শন ও বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে ৫/৯/১৩ তারিখে-৭১,০০০/-টাকার ইফতারী, কান্ডি ডাইরেক্টর এর বিদায় উপলক্ষে ১৬/২/১৪ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১,৩০,০০০/-টাকার আপ্যায়ন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ২২/৭/১৩ তারিখে ৪০,২৫০/- টাকার লাঞ্চ, ঢাকা ওয়াসার প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ০৩/০৪/২০১৪ তারিখে ১,১৩,২৫০/-টাকার খাবার (উল্লেখিত ১১৩,২৫০/-টাকার ভাউচারটি ৪,১৪,৮৬৩/-টাকার-অনুমোদনকৃত নোটশীটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে), ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের ৬/২/১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২৫,০০০/-টাকার লাঞ্চ, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এর বিদায় অনুষ্ঠানে ৫/২/১৪ তারিখে ১০,০০০/-টাকার আপ্যায়ন এবং ঢাকা ওয়াসার লোক নিয়োগের এর জন্য ১৪/০২/২০১৪ তারিখে ২৭,৫০০/-টাকা আপ্যায়ন বাবদ (উল্লেখিত ২৭,৫০০/- ভাউচারটি ৩৮,৮৫০/- টাকার অনুমোদনকৃত নোটশীটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে) খরচ করা হয়েছে। বর্ণিত তারিখ গুলোতে জরুরী ভিত্তিতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে উল্লেখিত আপ্যায়ন খাতে খরচ করা হয়েছে (সকল খরচের অনুমোদনের কপি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভাউচার সংযুক্ত)। উক্ত খরচ বিভিন্ন তারিখে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অত্র বিভাগের বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে আপ্যায়ন খাতে খরচ করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসা একটি অতি জরুরী সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত প্রতি অতিথির জন্য ২৫ টাকা হারে খরচ করার নিয়ম থাকলেও বাস্তবতার নিরীখে নির্দিষ্ট ২৫/-টাকার অধিক ব্যয় হয়েছে যা সংস্থার স্বার্থে জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও লিখিত অনুমোদনক্রমে ব্যয় করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যেই ব্যয় করার চেষ্টা করা হবে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১০-২০১১ অনুচ্ছেদ নং- ০৪	আপত্তির শিরোনামঃ ভান্ডারে একেজো তালিকাভুক্ত মালামাল নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করায় সরকারের ন্যূনতম ৮৪,৬৯,৮৭৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। বিবরণঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১০-২০১২ সালের হিসাব ১৯-০৯-১২ খ্রিঃ হতে ২৪-০৯-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থায়ীভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভাগীয় ভান্ডারে একেজো মালামালের তালিকা সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় পরিশিষ্ট বর্ণিত ১০ রকমের মালামাল নিলামে বিক্রয়ের তালিকা প্রনয়ন করতঃ ৮৪,৬৯,৮৭৫/- টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হলেও দীর্ঘদিন যাবত নিলামের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। er মালামালগুলি দীর্ঘদিন একেজো অবস্থায় ভান্ডারে পড়ে রয়েছে। একেজো মালামাল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি দ্বারা হিসাব প্রনয়ন, ওজন, মূল্য নির্ধারণ ও যথা সময়ে নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করায় সরকারের ৮৪,৬৯,৮৭৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। জি এফ আর বিধি ১৬৮, ১৭১, ১৭৫ পরিশিষ্ট ৭/৫ প্রতিপালন না করে দায়িত্ব অবহেলার মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে।	নিলামের প্রমানক সহ জমার চালানস হ পুনঃ জবাব আবশ্যক।	আলোচ্য অডিট আপত্তির ব্যাপারে জানানো যাইতেছে যে, মালামালগুলি বহু পূর্ব হইতে ভান্ডারে মজুদ রহিয়াছে। সরকারের নিয়মনীতি মানিয়া একেজো মালামালগুলি নিলামে বিক্রয় করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। আপত্তিকৃত মালামালগুলি ইতোমধ্যে নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে। নিলামের স্বপক্ষে ঠিকাদারকে ডেলিভারী প্রদানের জন্য বিক্রয় আদেশ প্রদান করা হয় (বিক্রয় আদেশের কপি সংযুক্ত)। ঠিকাদার মালামালগুলি বিখয় আদেশের সময় সীমার মধ্যে ডেলিভারী গ্রহন করে নিলামকৃত টাকা চালান ও পে অর্ডারের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করেন (ক্রঃ নং-১ থেকে ৪ সংযুক্ত)। এমতাবস্থায়, মালামালগুলি নিলাম করার স্বপক্ষে বিক্রয় আদেশের কপি ও জমার চালান সংযুক্ত থাকায় আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১২-২০১৩ অনুচ্ছেদ নং- ০৩	শিরোনামঃ প্রয়োজন ব্যতীত মালমাল ক্রয় করে ভান্ডারে ফেলে রাখায় উহার গুণগত মান নষ্ট হওয়ায় সরকারের ৭৬,৯৭,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি। বিবরণ। নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা অফিসের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাব ২৮-০২-১৪ হতে ০৯-০৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে স্টক লেজার পর্যালোচনা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় পরিশিষ্টে বর্ণিত ২৭৫টি আইটেমের ব্যবহারযোগ্য মালামাল দীর্ঘদিন যাবত ভান্ডারে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ব্যবহার না করায় দিন দিন উহার উপযোগিতাও হ্রাস পাচ্ছে। মালামালগুলোর বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হলেও স্টোর লেজারে R & I তথা স্টোরে কোথাও মূল্য পাওয়া যায়নি। সিডিউল রেট সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বিধায় মূল্য নির্ধারণ করা যায়নি। তবে বর্তমানে ঠিকাদারকে ইস্যুকৃত মালামালের সরবরাহকৃত মূল্য ধরে ২৭৫টি মালামালের মূল্য ৭৬,৯৭,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য স্টোর সি এ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা না হওয়ায় এই তালিকার বাহিরে আরও মালামাল রয়েছে। জি এফ আর বিধি-১৫২, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৪ লংঘন করে অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মালামাল ক্রয় যথা সময়ে ব্যবহার না করে সরকারী অর্থের অপচয়। সি এ ফার্ম দ্বারা স্টোর নিয়মিত অডিট করা হয় না। মালামালের সঠিক হিসাব মূল্য সংরক্ষণ করা হয় না। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	প্রয়োজন ব্যতীত মালামাল ক্রয় করে ভান্ডারে ফেলে রাখায় উহার গুণগত মান নষ্ট হওয়ায় সরকারের ৭৬,৯৭,০০০/- টাকা ক্ষতি।	অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে মালামাল ক্রয় করে ভান্ডারে জমা রাখা হয়। মালামাল গুলি ভান্ডার বিভাগ হতে ক্রয় করা হয় না। ঢাকা ওয়াসার সংগ্রহ বিভাগ-১ ও ২ এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়ে থাকে। কিছু মালামাল তাৎক্ষনিক ব্যবহার হয় কিছু মালামাল সময় সময়ে ব্যবহার হয়। মালামাল জমা না থাকলে জরুরি মুহর্তে পাওয়া যাবে না বিধায় কাজের পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, কিছু মালামাল বিদেশ হতে আমদানি করতে হয় বিধায় তাৎক্ষনিক ক্রয় করার কোন সুযোগ নাই। থাপে থাপে মালামালগুলি ক্রয় করে ভান্ডারে জমা করা হয়। জরুরী প্রয়োজনের সময় যাতে ঠিকমতো মালামালগুলি সরবরাহ করা যায় বিধায় বিভিন্ন বিভাগকর্তৃক ক্রয় করে কেন্দ্রিয় ভান্ডারে জমা রাখা হয়। যাতে কোন বিভাগ কর্তৃক চাহিদা দেওয়া মাত্র সরবরাহ করা যায়। মালামালগুলি স্টোরে মুজদ না থাকলে জরুরী প্রয়োজনের সময় সরবরাহ করা যেতো না ফলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাধা প্রাপ্ত হতো এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতো। এতে কর্তৃপক্ষের কোন আর্থিক ক্ষতি জড়িত নয় বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

মডস জোন- ৮, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১০-২০১২ অনুচ্ছেদ নং- ০৫	আপত্তির শিরোনামঃ অতিরিক্ত কাজের ভাতা উত্তোলন করে ওয়াসার ২৮,৮৭,৯৬৮/-টাকার আর্থিক ক্ষতি। বিবরণঃ * নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৮, ওয়াসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১২ আর্থিক সনের হিসাব ২৫/৯/১২ইং হতে ৩০/৯/১২ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। * নিরীক্ষাকালে কর্মচারীদের ওটি বিল দেখা যায় যে,ব্যাপক হারে সরকারী বিধি বিধান উপক্ষো করে অতিরিক্ত কাজের বিল বাবদ ২৮,৮৭,৯৬৮/- টাকা উত্তোলন করায় ওয়াসার আর্থিক ক্ষতি। * ওটি বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতি মাসে বেসিক থেকেও অতিরিক্ত/বেশী অতিরিক্ত কাজের বিল উত্তোলন করেছেন। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন। * কিন্তু প্রতি মাসে মূল বেসিকের অতিরিক্ত ওটি বিল পরিশোধের অবকাশ নাই।	অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন এর কপি সহ পুনঃ জবাব আবশ্যিক।	শিরোনামে উল্লেখিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে পুনঃরায় জানানো যাচ্ছে যে, ২০১০-১২ অর্থ বছরে মডস জোন-৮ এর কর্মচারীদের অতিরিক্ত কাজের ভাতা উত্তোলনের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৮ এর ২০১০-১২ অর্থ বছরে মোট ৪৬ টি পাম্প স্থাপন করা ছিল। প্রতিটি পাম্প প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা চালানোর জন্য এবং সর্বদা পাম্প কম্পাউন্ডের মূল্যবান সম্পদ দেখাশোনার জন্য ৩ শিফটে ১৯৩ জন পাম্প চালক প্রয়োজন হয়। তবে অত্র বিভাগে ঐ অর্থ বছরে মোট ৮০ জন পাম্প চালক ছিল যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং নতুন নতুন পাম্প স্থাপনের পরও বিদ্যমান লোকবল দিয়ে পাম্প চালানো হয় বলে অধিকাল ভাতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন লোকবল নিয়োগ দিয়ে পাম্প চালানো হলে তাদের বেতন ভাতাদি বাবদ অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হতো বিধায় এক্ষেত্রে অধিকাল ভাতা দিয়ে পাম্প চালানোতে ঢাকা ওয়াসা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এছাড়াও ঢাকা ওয়াসার মডস জোন-৮ এর আওতায় বারিধারা কুটনৈতিক এলাকা, বারিধারা ডি.ও.এইচ.এস, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, আফতাবনগর, বাড্ডা, শাহজাদপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এর মাঝে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, আফতাবনগর, বাড্ডা সহ বেশ কিছু এলাকা ক্রম- বর্ধমান এলাকা। বর্ণিত এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পানির পাম্প চালানো, পানির লাইনের জরুরী মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টা পানির গাড়ী দ্বারা পানির সরবরাহ করতে হয়। এ সকল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন মিস্ট্রী, ড্রাইভার ও হেল্পার না থাকায় এবং সরকারী ছুটির দিনে ডিউটি থাকে বিধায় অধিকাল ভাতা প্রদান করতে হয়। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃক্ষের অনুমোদন গ্রহন করা হয়। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ননার আলোকে উপস্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

মডস জোন- ৮, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৫-২০১৬ অনুচ্ছেদ নং- ০২	আপত্তির শিরোনামঃ কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত হারে ঢালাও ভাবে অধিকাল ভাতা ৬,৬১,৯১,৫২২/- টাকা পরিশোধ। বিবরণঃ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন) ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৮, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের হিসাব (কমপ্লায়েন্স অডিট) স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বেতন সীট, অধিকাল ভাতার ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য প্রাসংজিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগনকে ঢালাওভাবে মাত্রাতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা বাবদ ১,৪০,৪৬,৬০৪/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যা মূল বেতনের চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। একজন কর্মচারী স্বাভাবিক অফিস সময়ের পর অতিরিক্ত সময় দায়িত্ব পালন করলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পরিমাণ মূল বেতনের অধিক হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মচারীকে ঢালাও ভাবে মূল বেতনের অতিরিক্ত অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটি মূল বেতনের অধিকাল ভাতা প্রদান করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত উপক্ষো করা হয়েছে। ০৪ (চার) টি বিভাগ কর্তৃক কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা বাবদ= (৩,৪১,৬৭,২১২ + ২,৮৪,১৫,৩৩১ + ১,৪০,৪৬,৬০৪ + ৩৬,০৮,৯৭৯) = ৬,৬১,৯১,৫২২/-টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহনযোগ্য নহে। কেননা একজন কর্মচারী বেতন পাচ্ছেন এবং অধিকাল ভাতা পাচ্ছেন মূল বেতনের চেয়েও অধিক। যা যথাযথও নয়। মূল বেতনের অধিক অধিকাল ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।	শিরোনামে উল্লেখিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে পুনঃরায় জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৫- ১৬ অর্থ বছরে মডস জোন-৮ এর কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত হারে ঢালাওভাবে অধিকাল ভাতা খরচের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৮ এর ২০১৫- ১৬ অর্থ বছরে মোট ৪৯ টি পাম্প ছিল। প্রতিটি পাম্প প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা চালানোর জন্য এবং সর্বদা পাম্প কম্পাউন্ডের মূল্যবান সম্পদ দেখাশোনার জন্য ৩ শিফটে ২০৬ জন পাম্প চালক প্রয়োজন হয়। তবে অত্র বিভাগে ঐ অর্থ বছরে মোট ১০২ জন পাম্প চালক ছিল। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং নতুন নতুন পাম্প স্থাপনের পরও বিদ্যমান লোকবল দিয়ে পাম্প চালানো হয় বলে অধিকাল ভাতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন লোকবল নিয়োগ দিয়ে পাম্প চালানো হলেও তাদের বেতন ভাতাদি বাবদ অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হতো বিধায়, এক্ষেত্রে অধিকাল ভাতা দিয়ে পাম্প চালানোতে ঢাকা ওয়াসা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এছাড়াও ঢাকা ওয়াসার মডস জোন-৮ এর আওতায় বারিধারা কুটনৈতিক এলাকা, বারিধারা ডি.ও.এইচ.এস, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, আফতাবনগর, বাড্ডা, শাহজাদপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এর মাঝে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, আফতাবনগর,বাড্ডা সহ বেশ কিছু ক্রম-বর্ধমান এলাকা। উক্ত এলাকায় নতুন পাম্প স্থাপন করে জনসাধারণের মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ করা হয়। বর্ণিত এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পানির পাম্প চালানো, পানির লাইনের জরুরী মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টা পানির গাড়ী দ্বারা পানির সরবরাহ করতে হয়। এ সকল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাইপ লাইন মিস্ত্রী, ড্রাইভার ও হেল্পার না থাকায় এবং সরকারী ছুটির দিনে ডিউটি থাকে বিধায় অধিকাল ভাতা প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ জনস্বার্থে বিবেচনায় নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের স্বার্থে এবং প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে বিদ্যমান জনবলকে দিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করানো হয়েছে বিধায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার ও অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ননার আলোকে উপস্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

মডস জোন- ৮, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০২২-২০২৩ অনুচ্ছেদ নং- ৪০	আপত্তির শিরোনামঃ ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণ রেজিস্টার ও কাজ সম্পাদনের পর বিতরণ পূর্বক গ্রহণকারীর প্রত্যয়ন ব্যতিত বিল পরিশোধে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৯,৩৩,৩৫৪ (নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত চুয়ান্ন) টাকা। বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন, ঢাকা ওয়াসার নিয়ন্ত্রাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-২ এবং মডস জোন-৮ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণ রেজিস্টার ও কাজ সম্পাদনের পর বিতরণ পূর্বক গ্রহণকারীর প্রত্যয়ন ব্যতিত বিল পরিশোধে প্রতিষ্ঠানের ৯,৩৩,৩৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় ঢাকা ওয়াসার মডস জোন-২ এবং মডস জোন-৮ এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিশিষ্টে বর্ণিত মডস জোন-২ এর সুয়র পরিষ্কার করতে বাথারী বানানোর জন্য বোরাক বাঁশ সরবরাহ (লট-২) কাজের এবং মডস জোন-৮ এর অধীন স্ক্যাডা রুমের আইপি ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় এবং মেরামত কাজের প্রাঞ্জলন, দরপত্র, বিল/ ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট বর্ণিত মডস জোন-২ এর কাজটি সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে মোট ৪,৪২,২৮৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় বাঁশ গ্রহণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। উক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরিকৃত বাথারী বিতরণ ও ব্যবহারের জন্য বাঁশ গ্রহণকারীরও কোন প্রত্যয়ন পাওয়া যায়নি। এছাড়াও নিরীক্ষা চলাকালে উক্ত প্রত্যয়ন বা কোন স্টক রেজিস্টার উপস্থাপন করতে পারেনি। মডস জোন- ৮ এ পরিশিষ্টে বর্ণিত উক্ত আইপি ক্যামেরাগুলো কোন কোন SCADA পাম্পের জন্য প্রয়োজন তা সুস্পষ্ট করে কোথাও উল্লেখ নেই। এছাড়াও ক্যামেরার জন্য কোন চাহিদাপত্র ও জরিপ প্রতিবেদন নেই। ক্রয় দেখানো মালামাল স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ নেই এবং পুরাতন। নষ্ট ক্যামেরার ডেট স্টক রেজিস্টারে হিসাব নেই। উক্ত কাজটি সরাসরি (ডিপিএম) পদ্ধতিতে সম্পাদন দেখিয়ে ৪,৯১,০৭০ টাকার বিল সহ দুইটি কার্যালয়ে মোট (৪,৪২,২৮৪+৪,৯১,০৭০)= ১,৩৩,৩৫৪ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। জিএফআর-১৫৫ অনুসারে সকল দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ ও গ্রহণের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গণনা, পরিমাপ, বা ওজন (যেক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) করতে হবে এবং একজন দায়িত্বশীল সরকারি অফিসারের কাছে ন্যস্ত করতে হবে যিনি সঠিক পরিমাণ এবং ভাল গুণগতমান দেখিয়ে এ সম্পর্কে প্রত্যয়ন লিপিবদ্ধ করবেন। ভান্ডার গ্রহণকারী অফিসারকে এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। যিনি ভান্ডার সামগ্রী গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলো যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেছেন। জিএফআর-২৫ অনুসারে প্রত্যেক সরকারি অফিসার সম্পূর্ণভাবে এবং স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবেন যে, জালিয়াতি কিংবা তাঁর নিজ অবহেলার দরুন সরকারের কোন ক্ষতি হলে তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং অপর কোন সরকারি অফিসারের জালিয়াতি কিংবা অবহেলার কারণে ক্ষতি হলে উহার মধ্যে যতটুকু তাঁর নিজের কার্যক্রম বা অবহেলার দরুন সংঘটিত হয়েছে তজ্জন্যও তিনি দায়ী হবেন। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধিসমূহ প্রতিপালন না করায় প্রতিষ্ঠানের ৯,৩৩,৩৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষা দলের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মালামাল গ্রহণ রেজিস্টার সহ নষ্ট ক্যামেরার ডেট সকেট রেজিস্টার লিপিবদ্ধ দেখাতে ব্যর্থ হয়। ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রমাণক হিসাবে প্রেরিত স্টক রেজিস্টারের সঠিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সুতরাং রেজিস্টারে এন্ট্রি ও গ্রহণকারীর প্রত্যয়নপত্র পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে পুনরায় জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মডস জোন-৮ এর আওতায় মোট ২২ টি পাম্প স্ক্যাডা সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। স্ক্যাডা পাম্প সমূহে কোন পাম্প চালক থাকেনা বিধায় পাম্প কম্পাউন্ডের নিরাপত্তা ও স্ক্যাডা সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু বেশকিছু পাম্পে আইপি ক্যামেরা বিকল থাকায় পাম্পে বিদ্যমান বৈদ্যুতিক মালামাল (ভিএফডি, বৈদ্যুতিক কেবল) ও স্ক্যাডা সংশ্লিষ্ট মালামাল অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। তাই পাম্পের নিরাপত্তা বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে স্ক্যাডা অপারেটরদের চাহিদার প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৬(১)(ট) মোতাবেক আইপি ক্যামেরা সমূহ মেরামত করে কার্যকর করা হয়। এক্ষেত্রে যে সকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছিল সেগুলো গ্রহণ করে স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় (কপি সংযুক্ত)। অপরদিকে একেজো মালামাল সমূহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মডস জোন-৮ এর সাব-স্টোরে জমা করেন। যা একেজো মালামালের রেজিস্টারে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় (কপি সংযুক্ত)। আইপি ক্যামেরা স্থাপন করার পর গ্রহণকারীর প্রত্যয়ন নেওয়া হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এমতাবস্থায়, স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি ও গ্রহণকারীর প্রত্যয়ন সংযুক্ত থাকায় জবাব ও প্রমানকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১০-২০১২ অনুচ্ছেদ নং- ০৩	আপত্তির শিরোনামঃ সাশ্রয়ী/চুক্তি সংগত মূল্যে সরকারী/বিআরটিসির তেজগাঁওস্থ ওয়ার্কসপে যানবাহন মেরামত না করে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেরামত দেখিয়ে অনিয়মিত ভাবে ১৩,৮৮,১৪০/- টাকা ব্যয়। বিস্তারিত বিবরণঃ নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের, এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা এর ২০১০-২০১২ইং সালের হিসাব ১৯.০৯.২০১২ হতে ২৪.০৯.২০১২ইং পর্যন্ত স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাধীন বিভাগের কাজের রেজিস্টার বিল ভাউচার যানবাহন মেরামত সংক্রান্ত নথি/রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় বিভাগের আওতাধীন ৬টি যানবাহন ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেরামত দেখিয়ে ২০১০-২০১১ইং অর্থ বৎসরে মোট \$ ১৩,৮৮,১৪০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/(ব্যঃনিঃ-১/জিপি-১/২০০০/১৪০ তারিখ ০২.০৬.২০০৮ ইং মোতাবেক গাড়ী যানবাহন নিজস্ব/সরকারী মেরামত কারখানায় করতে হবে সম্ভব না হলে একটি গাড়ীতে বৎসরে অনধিক \$ ৭৫,০০০/- টাকা ঠিকাদার/ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যয় যোগ্য। এক্ষেত্রে প্রতিটি ন্যূনতম \$ ১,৯৪,০০০/- টাকা \$ ২,৪৭,০০০/- টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন এর স্মারক নং ১৩/টেক/২৪৯/০৫-৪৮৮ তারিখঃ ২৬.০৯.২০০৫ইং মোতাবেক সরকারী/আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার যানবাহন যতের সাথে যুক্তি সঙ্গত ব্যয়ে মেরামত করা হচ্ছে। মেরামত করানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ সুযোগ না নিয়ে অনিয়মিতভাবে \$ ১৩,৮৮,১৪০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।	স্বায়ত্ব-শাসিত হিসাবে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব কোন ডেলিগেশন প্রতিষ্ঠান অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার থাকলে উক্ত ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রমানকসহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে পুনঃ জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসা একটি স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার আছে, (কপি সংযুক্ত) সেই মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত কাজগুলি সম্পাদন করা হয়েছে। সংস্থার বিভিন্ন যানবাহন মেরামত কাজের জন্য অভিজ্ঞ অটোমোবাইল ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা আছে (প্রমানক সংযুক্ত-১ দ্রঃ) উল্লেখিত ০৬টি গাড়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার তালিকাভুক্তি অটোমোবাইলস ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রতিযোগীতা মূলক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ কাজ গাড়ীগুলি ১৯৯৬ মডেলের প্রতিটি ৫৪২০ সিসি হতে ৬৫৪০ সিসি, যা এক বৎসরের মেরামত খরচ সরকারী হিসাবের প্রাইভেট কার/জীপের মেরামত খরচের চেয়ে অধিক বেশী। যা সাময়িক নষ্ট হলে তাৎক্ষনাৎ মেরামতপূর্বক সচল করে চালু রাখা হয়। যদি সরকারী সংস্থা বিআরটিসি তেজগাঁওস্থ ওয়ার্কসপে মেরামত করিলে অধিক সময় ব্যয় হবে, ফলে নগরবাসীর চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হবে। যার পরিপ্ৰেক্ষিতে সংস্থা তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। যেহেতু সংস্থার তালিকাভুক্ত অটোমোবাইলস ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যমান যানবাহনগুলি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন আর্থিক অনিয়ম করা হয়নি। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হল।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১০-২০১২ অনুচ্ছেদ নং- ০৫	শিরোনাম:- ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল গুনাগুন পরীক্ষা ছাড়াই বিল পরিশোধ জড়িত টাকা = ৫৬,৬৯,৫০০/- বিবরণঃ- নির্বাহী প্রকৌশলী এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা কার্যালয়ের ২০১০-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৯.০৯.২০১২ হতে ২৪.০৯.২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা কালে উক্ত কার্যালয়ের সাময়িক হিসাব সংশ্লিষ্ট কাজের বিল ও নথি ক্যাশবহি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে বিভিন্ন ঠিকাদার কর্তৃক ক্লোরিনেটর সেট সরবরাহ করা হয়। কিন্তু সরবরাহকৃত মালামাল গুলোর গুনাগুন মান পরীক্ষা ছাড়াই ৫৬,৬৯,৫০০/- টাকা ঠিকাদারকে অনিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে (পরি---- কোন মালামাল সরবরাহ নেওয়ার সময় উহার গুনাগুন বুয়েট/ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করার পর গ্রহণ করা আবশ্যিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নি।	আলোচ্য মালামাল গুলির গুনাগুন পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা বুয়েট/ল্যাবরেটরী করার পর মালামাল গ্রহণ করা আবশ্যিক ছিল কিনা পুনঃ জবাব প্রয়োজন।	গত ২০১০-২০১১ইং অর্থবছরে এস ও সি বিভাগের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) আহবানের মাধ্যমে আলোচ্য কাজগুলি সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্ণিত কাজে ব্যবহৃত মালামালগুলি ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডারে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করা হয় এবং ঢাকা ওয়াসায় গঠিত যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামালগুলি বাহ্যিক ভাবে পরিদর্শনান্তে Randomly ১ সেট ক্লোরিন সেট ঢাকা ওয়াসার সেটবিহীন গভীর নলকূপে স্থাপন করা হয়। উক্ত স্থাপিত ক্লোরিনেশন সিস্টেমের গভীর নলকূপের পানি ঢাকা ওয়াসার মাইক্রোবায়োলজি ও কেমিক্যাল বিভাগ কর্তৃক পানির নমুনা পরীক্ষান্তে ফলাফল ECR-1997 ও WHO এর Standard অনুযায়ী সন্তোষজনক পাওয়া যায়। (প্রমানক-১ ও ২ দ্রঃ)। স্থাপিত ক্লোরিন সেটের পানির গুনাগুন পরীক্ষায় সন্তোষজনকপাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল গ্রহণের সুপারিশ করা হয় (প্রমানক-৩ দ্রঃ)। পরবর্তীতে ক্রয়কৃত সকল ক্লোরিন সেট সমূহ পানির পাম্পে যথারীতি স্থাপন করতঃ ক্লোরিনেশন সিস্টেম চালু করে পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়, যার ফলাফল সন্তোষজনক (প্রমানক-৫ দ্রঃ)। উল্লেখ্য যে, ক্লোরিন গ্যাস করোসিভ গ্যাস এবং উহা বুয়েট/ল্যাবরেটরী কিংবা অন্য কোথাও টেস্ট করার ব্যবস্থা ছিল না। ঢাকা ওয়াসার গভীর নলকূপে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালগুলি সংযোজন করার পর মাইক্রোবায়োলজি ও কেমিক্যাল বিভাগের পরিদর্শন টিম কর্তৃক পানির নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় এবং ঢাকা ওয়াসার গঠিত যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মালামালগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। বর্ণিত মালামালগুলির গুনাগুন সন্তোষজনক হওয়ায় ঠিকাদারের বিল পরিশোধ বাবদ ৫৬,৬৯,৫০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আনীত আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য পুনঃ অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০১৩-২০১৪ অনুচ্ছেদ নং- ০৩	আপত্তির শিরোনামঃ মেরামত খাতের বরাদ্দ হতে নির্মাণ খাতে ৫,৮৩,৬১৪/-টাকা ব্যয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন। বিস্তারিত বিবরণঃ নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের, এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসরের হিসাব ১০/০২/১৫ হতে ১৬/০২/১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থায়ীভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নির্মাণ খাতে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত থেকে ঢাকা ওয়াসার আওতায় ৮টি ক্লোরিন রুম নির্মাণ ববাদ ৫,৮৩,৬১৪/-টাকা অনিয়মিত ভাবে ব্যয় করা হয়েছে। (সংযুক্ত গ পরিশিষ্ট দ্রঃ)। অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-১ডিপি-১/২০০০/১২, তারিখঃ- ০৩/০২/২০১৫ ইং মোতাবেক খাত পরিবর্তন বা এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়ের কোন সুযোগ নাই। এবং যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় ঠিক সে উদ্দেশ্যেই যেন তা ব্যয়িত হয়। বি এফ আর প্যারা ৩১১ ও ৩১২ অনুযায়ী এক কোডের টাকা অন্য কোডে ব্যয় করা যায় না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ অনুসরণ করা হয়নি।	অর্থ বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষ হল অর্থ মন্ত্রণালয়। অতএব অর্থ মন্ত্রণালয় হতে উপযোজনের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় ভূতাপেক্ষভাবে মন্ত্রণালয় হতে উপযোজন অনুমোদন নিয়ে কপিসহ পুনঃ জবাব আবশ্যক।	অডিট আপত্তিটির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা মহানগর বাসীর মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্য ক্লোরিনেশন সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালনার স্বার্থে ৮টি ক্লোরিনরুম নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজটি OTM (Open Tendering Method) বহুল প্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশ পূর্বক দরপত্র আহ্বান করে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সরকারী ক্রয় বিধি মোতাবেক যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে (TEC(Tender Evaluation Committee), NOA (Notification Of Award) Contract Agreement এবং কার্যাদেশের মাধ্যমে কার্য কর্ম সমাপ্তি সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসা একটি সেবাপ্রদানী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। ঢাকা মহানগরবাসীকে সুপেয় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ঢাকা ওয়াসার একমাত্র দায়িত্ব। ঢাকা ওয়াসার বাজেট বণ্টন ঢাকা ওয়াসা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে। তাছাড়া BFR- ৩১৭ প্যারা এর Note এ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় জরুরী ও অপরিহার্য কাজের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অর্থ খরচ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য কাজটি বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৩-২০১৪ তে HOPE কর্তৃক অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত কাজটি অত্র বিভাগের অনুকূলে মোট বরাদ্দকৃত মূল বাজেটের মধ্যেই রয়েছে। BFR- ৩১৭ এর প্যারা Note এবং BFR ৩১২ প্যারার বর্ণনা অনুযায়ী বিএফআর প্যারা ৩১১ ও ৩১২ ব্যতয় ঘটানো হয়নি। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।	

দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ

পানি (পুঃ ও উঃ) বিভাগ-২ ও নির্মান (সিভিল) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অর্থ বছর ও অনুঃ নং	নন এসএফআইভুক্ত আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	অডিট অধিদপ্তরের সর্বশেষ মন্তব্য	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে দপ্তর/সংস্থার পুনঃ জবাব	দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫
আপত্তির সনঃ ২০২২-২০২৩ অনুচ্ছেদ নং- ৩৭ (যোথ আপত্তি)	আপত্তির শিরোনামঃ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রডের ল্যাব টেস্ট ছাড়াই গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে কার্য সম্পাদনে বিধি বহির্ভূতভাবে বিল পরিশোধ ৩৪,১২,৯১৭ (চৌত্রিশ লক্ষ বার হাজার নয়শত সতের) টাকা। বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন, ঢাকা ওয়াসার নিয়ন্ত্রণাধীন, সিসি বিল্ডিং ডিভিশন এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রডের ল্যাব টেস্ট ছাড়াই গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে কার্য সম্পাদনে বিধি বহির্ভূতভাবে ৩৪,১২,৯১৭ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে সিসি বিল্ডিং ডিভিশন এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন পূর্ত কাজের নথি, বিল-ভাউচার, এস্টিমেট এমবি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায়, পরিশিষ্টে বর্ণিত পূর্ত কাজগুলোর ক্ষেত্রে রডের ল্যাব টেস্ট পূর্বক কার্য সম্পাদনের নির্দেশ থাকলেও কোন প্রকার ল্যাব টেস্ট না করেই কার্য সম্পাদন করা হয় এবং সে কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪ (৪) অনুযায়ী সরবরাহের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য বা সরঞ্জামাদি অথবা সম্পাদিতব্য কারিগরি বিনির্দেশের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা উহা নির্ধারণ করিবার জন্য যে পরীক্ষা, মান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইবে উহা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলে সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করেই নির্মাণকাজে ব্যবহৃত রড টেস্ট ছাড়াই ৩৪,১২,৯১৭ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট]। অনিয়মের কারণঃ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪ (৪) এর লঙ্ঘন। অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ সিসি বিল্ডিং ডিভিশনঃ উপস্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিশিষ্টে উল্লেখিত কাজসমূহের	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের জবাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্বল্প পরিমানে রড ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রডের ল্যাব টেস্ট করা হয়নি এবং রড টেস্টের সংস্থান দরপত্র দলিলে রাখা হয়নি। যেহেতু রডের ল্যাব টেস্ট ব্যতিরেকেই তা নির্মান কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, এ কারনে ব্যবহৃত রডের গুণগতমান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। সুতরাং ল্যাব টেস্ট বিহীন রড নির্মান কাজে ব্যবহারকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	অডিট আপত্তির বিষয়ে সর্বশেষ নিরীক্ষা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রডের ল্যাব টেস্ট ছাড়াই গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে কার্য সম্পাদনের বিষয়ে অডিট আপত্তি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নির্মাণ কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ব্যবহৃত বিভিন্ন মালামালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। যেমনঃ ৪-৫ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজে কাজের গুণগতমান নিশ্চিতের স্বার্থেই রডের পাশাপাশি ইট, বালি, সিমেন্ট, কংক্রিট সিলিন্ডার ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাউন্ডারী ওয়ালের ছোট কলাম, গ্রেড রিম লিনটেল ইত্যাদির চাহিত Strength অনেক কম যা বাজারে প্রচলিত যেকোন রড দ্বারা কাজ সম্পাদন করে নিশ্চিত করা যায় বিধায় কাস্টিং এর পূর্বে রডের গুণগতমান পরীক্ষা অপরিহার্য নয়। আরও উল্লেখ্য যে, সামগ্রিক কাজের তুলনায় রড দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমান অত্যন্ত অল্প, তাই এ ধরনের কাজে ল্যাব টেস্ট অযথা সময়ক্ষেপণ করবে ও অর্থ অপচয় হবে যা বিবেচনায় কোন ল্যাব টেস্ট দরপত্র দলিলে সংযুক্ত করা হয় নাই। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৪ (৪) অনুযায়ী ৩সরবরাহের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য বা সরঞ্জামাদি, অথবা সম্পাদিতব্য কার্য কারিগরি বিনির্দেশের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা উহা নির্ধারণ করিবার জন্য যে পরীক্ষা (Test), মান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইবে উহা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দরপত্র দলিলে সঠিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-২৯ (ছ) অনুযায়ী “পণ্যের উপযোগিতা নিরূপণের জন্য কোন পরীক্ষা পদ্ধতি থাকলে তা উল্লেখ থাকতে হবে।” সুতরাং মালামালের গুণগতমান পরীক্ষা করার বিষয়টি পিপিআরের ধারা অনুযায়ী আবশ্যিক করা হয় নাই বরং প্রযোজ্য হলে তা সঠিকভাবে উল্লেখের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি Standard Tender Document (STD) এ লিখার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাক STD তে কি লেখা রয়েছেঃ উল্লেখিত দরপত্রের জন্য PW2b দলিলের ৩য় অধ্যায়ের GCC অংশে ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট করার বিষয়ে যা লেখা রয়েছে তা হলঃ	

	প্রত্যেকটিতে রডের পরিমাণ কম থাকায় দরপত্র দলিলে টেস্ট সম্পন্ন করার বিষয়ে উল্লেখ না থাকায় ল্যাব টেস্ট সম্পন্ন করা হয় নাই। এমতাবস্থায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হল। নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ রডের পরিমাণ কম বা ছোট ছোট কাজ বলে গুণগতমান নিশ্চিত না করে কাজ করার সুযোগ নেই। পিপিআর বিধি অনুযায়ী যথাযথ দরপত্রে উল্লেখপূর্বক গুণগতমান যাচাইপূর্বক কার্য সম্পাদন করতে হবে। নিরীক্ষার সুপারিশ টেস্ট ব্যতীত নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক। নিরীক্ষার সুপারিশ: টেস্ট ব্যতীত নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক।	16.1 The Contractor shall carry out routine Tests of materials and works based on the progress of works to ensure the quality of completed works in accordance with standard methods determined by the Project Manager. 16.2 If the Project Manager instructs the Contractor to carry out a test not specified in the Specification to check whether any work has a Defect and the test shows that it does, the Contractor shall pay for the test and any samples. If there is no Defect, the test shall be a Compensation Event. ৪র্থ অধ্যায়ের PCC অংশে GCC এর সাথে সম্পর্ক রেখে কোন নির্দিষ্ট টেস্টের কথা উল্লেখের কথা বলা নেই এবং দরপত্র দলিলে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। PCC অংশের 19.1 এ লেখা রয়েছে- 19.1 The Project Manager shall give notice to the Contractor, with a copy to the PE and others concerned, of any Defects before the end of the Defects Liability Period, which begins at Completion Date, and is defined in the PCC. The Defects Liability Period is [12] months. উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে যদি কোন ল্যাব টেস্টের কথা দরপত্রে উল্লেখ না থাকে সেক্ষেত্রে প্রজেক্ট ম্যানেজার যে কোন আইটেমের গুণগত মানে সন্দেহ পোষণ করলে তা ল্যাব টেস্ট করতে পারেন। যদি ল্যাব টেস্টে বিরূপ ফলাফল আসে তবে ঠিকাদার সেই টেস্টের টাকা পরিশোধ করবে, এবং ফলাফল সঠিক আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজার কর্তৃক তা পরিশোধ করা হবে। এছাড়া কাজ সম্পাদনের পর ১২ মাস কাজের Defect Liability এর সময় থাকে, সেই সময়েও কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ কাজের Defect Liability Period শেষ হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে কোন আইটেমের বিষয়ে কোন রকম Complain পাওয়া যায় নাই এবং নির্মান (সিভিল) বিভাগ কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় নাই। আর তাই শুধুমাত্র ল্যাব টেস্টের মাধ্যমেই মালামালের গুণগতমান নিশ্চিত হতে হবে বলে যেই আপত্তি করা হয়েছে তা যৌক্তিক নয়। ঠিক একইভাবে নির্মান কাজে রডের পাশাপাশি ইট, বালি, সিমেন্টসহ অনেক ধরনের মালামাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে যাদের টেস্ট প্রয়োজন মনে করলে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন একজন প্রকৌশলী নির্ধারন করেন। যেহেতু Defect Liability Period এর মাঝেও কোন আইটেমে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় নাই সুতরাং প্রতিটি কাজের গুণগতমান সঠিক ছিল বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। এমতাবস্থায় যথাযত ব্যাখ্যা ও প্রমানকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।	
--	--	---	--